সোনা ধরা আইওয়াশ নয়তো?

বাংলাদেশের বিমানবন্দরগুলোকে সোনার খনি বললে ভুল হবে না। যে হারে সোনার চালান ধরা পড়ছে সে হারে কোনো খনি থেকেও সোনা পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। এত সোনা ধরা পড়ার পরও খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমরা উদ্বিগ্ন, কারণ এত সোনা ধরা পড়ার পরও কিছুদিনের জন্যও চোরাকারবারিরা সোনা আনা-নেয়া বন্ধ করছে না। দু-একদিন পরপরই কাঁড়িকাঁড়ি সোনা ধরা পড়ছে। তার মানে সোনা ধরা পড়া নিয়ে চোরাকারবারিরা উদ্বিগ্ন নয়। তাহলে কি এই ধরা পড়ার ঘটনা আইওয়াশ? এর অন্তরালে অন্য কোনো ঘটনা ঘটছে না তো?

কামাল মজুমদার
কাপাসিয়া, গাজীপুর

সে আমার বোন

শায়লা আমার সহোদর বোন। গ্রামে আমরা একসঙ্গে বেড়ে উঠি। প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য ঘিরে ছিল এই গ্রাম। গ্রামের পাঠশালায় যেতাম। তখন অতসব বুঝতাম না। ধীরে ধীরে বড় হই। জন্মের পর আমরা আলাদা হইনি। শায়লা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখত– সামনে খোলা মাঠে আমরা ফুটবল খেলছি, দৌড়াদৌড়ি, ছোটাছুটি, বউ বউ খেলছি। তার ইচ্ছে করত কিন্তু পারত না। সে এখন প্রতিদিন ঘর ঝাড়ু দেয়, কাপড় গুছিয়ে রাখে, থালা-বাসন মাজে। শায়লার মতো সব বোনের চিত্রই এক। শায়লা কাঁদে। তার কান্না শেষ হয় না। কেউ শুনতে পায় না সে কান্না। শায়লা আর কেউ নয়, আমারই বোন।

আশরাফুল আলম
রামপুরা, ঢাকা

বানভাসী মানুষের দুর্ভোগ

এবারের বন্যায় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের মানুষের দুর্ভোগের সীমা নেই। বিভিন্ন জায়গায় বেড়িবাঁধ ভেঙে শত শত গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। লাখ লাখ মানুষ পানিবন্দি হয়েছেন। বিস্তীর্ণ রোপা আমনের জমি এবং শাক-সবজির ক্ষেত পানির নিচে তলিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে শত শত পুকুরের মাছ ভেসে যাওয়ায় এ পেশায় জড়িত লক্ষাধিক ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ীর মাথায় হাত। বন্যার পানির তোড়ে বহু কাঁচা ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হয়েছে। গ্রামীণ জনপদের অধিকাংশ রাস্তাঘাট ভেঙে গেছে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বানভাসী মানুষের মানবেতর জীবনযাপন সত্যিই কষ্টকর। গবাদি পশু নিয়ে অনাহারে-অর্ধহারে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছে বন্যাকবলিত মানুষ। তাদের দেখার কেউ নেই।

মাহবুবউদ্দিন চৌধুরী
ফরিদাবাদ, ঢাকা

সুফিজম বনাম শফীজম

দুঃখ লাগে এই অঞ্চলেই কোনো এককালে সুফিজম মানুষের মন জয় করেছিল। এখন সেই একই অঞ্চলে উগ্র 'শফীজম' মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সুফিজম বাইরে থেকে এসেছিল, কিন্তু এই ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মতবাদের আলোয় স্বেচ্ছায় অবগাহন করেছে এ অঞ্চলের শান্তিপ্রিয় মানুষ। সেই অঞ্চলে এখন দেখছি শফীজম। যে মতবাদ অনুসারে নারী হলো তেঁতুলের মতো, দেখলে মুখ দিয়ে লালা ঝরে। একটি বড় গোষ্ঠী এই মতবাদকে মেনেও নিয়েছে। আমরা যারা প্রগতিশীলতার কথা বলি, শান্তি ও গণতন্ত্রের কথা বলি তাদের উচিত এই মতবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

তামান্না হামিদ
রমনা, ঢাকা

ফটোগ্রাফি বৈশ্বিক ভাষা

আমরা বলি ফটোগ্রাফি একটি ভাষা। এটি একটি বৈশ্বিক ভাষা, যা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের মানুষের কাছে সহজবোধ্য। এটি কি শুধুই কথার কথা? নাকি আমরা সত্যিই মনে করি যে ফটোগ্রাফি একটি ভাষা? যদি ফটোগ্রাফি সত্যিই একটি ভাষা হয় তাহলে অন্যান্য ভাষার মতো এই ভাষারও ব্যাকরণ রয়েছে। মেনে নিতে হবে সেই ব্যাকরণ জানা না থাকলে আপনার ফটোগ্রাফি ভাষা শুদ্ধ হবে না। আর ফটোগ্রাফি যেহেতু মাতৃভাষা নয়, সেহেতু এমনি এমনি এই ভাষা রপ্ত হয়ে যাবে তা আশা করা ভুল। ব্যাকরণ না জেনে ফটোগ্রাফি করলে যারা ব্যাকরণ জানেন তারা সহজেই আপনার ভাষার ভুল বা বিকৃতি ধরে ফেলবে।

আনোয়ার হোসেন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ক্যামেরন দম্পতির বিরল দৃষ্টান্ত

কোনো এক পত্রিকায় পড়েছি, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন তার মেয়ে ন্যান্সিকে ভর্তি করতে ভালো সরকারি স্কুলের সন্ধান করছেন। বিস্ময়কর হলেও সত্য, ক্যামেরন দম্পতি তাদের মেয়েকে প্রাইভেট স্কুলে পড়াতে নারাজ। তাদের মতে, সরকারি স্কুলে পড়লে তাদের মেয়ে সাধারণ ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মিশতে শিখবে। যদিও ডেভিড ক্যামেরন নিজে প্রাইভেট স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। বাংলাদেশের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুরবস্থার কথা আমাদের রাজনীতিবিদরা বোঝেন না, কারণ তাদের ছেলে-মেয়েরা সেসব প্রতিষ্ঠানে যায় না।

শাহনাজ পারভিন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দেশীয় কনসার্টে হিন্দি গান কেন?

একটি ফোন অপারেটিং কোম্পানির টাকায় আরটিভিতে একটি লাইভ গানের অনুষ্ঠান

স্ন্যাপশট

সবুজাভ জাফলং

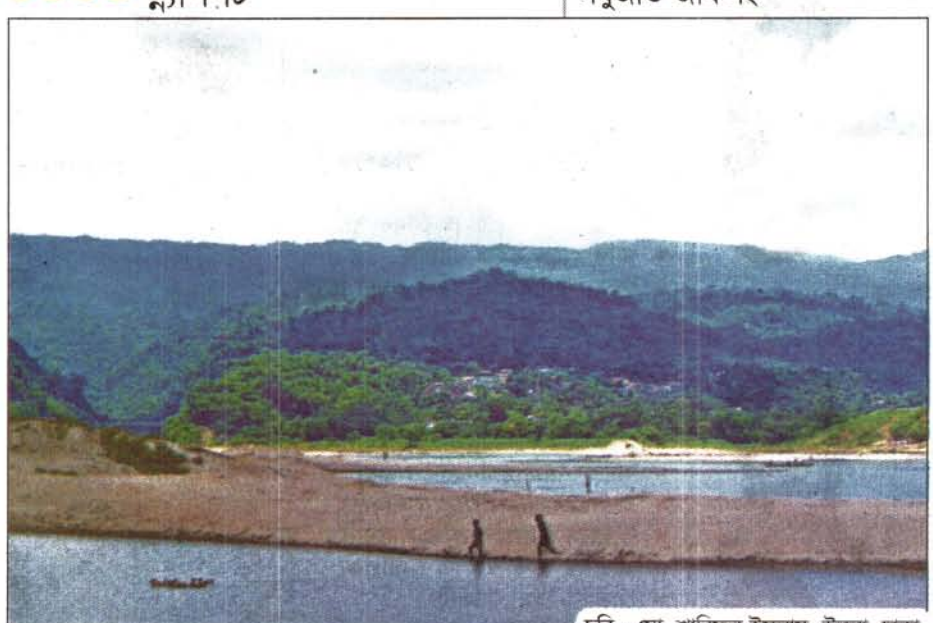

ছবি : মো. শারিফুল ইসলাম, *উত্তরা, ঢাকা*

দেখছিলাম। কথাবার্তা বাংলা-ইংরেজির খিচুড়ি হলেও গানগুলো পুরোদস্তুর হিন্দি। তবে কণ্ঠশিল্পী হিন্দি গানের দড়িটি শক্ত করে ধরতে পারছিলেন না। উচ্চারণ গিয়েছিল রসাতলে। তাই তিনি যখন বলছিলেন 'লুঙ্গি ড্যান্স লুঙ্গি ড্যান্স লুঙ্গি ড্যান্স লুঙ্গি ড্যান্স...' আমি শুনছিলাম, 'লুঙ্গি দেন লুঙ্গি দেন লুঙ্গি দেন লুঙ্গি দেন...'। উচ্চারণের বিকৃতি একটি ইতিবাচক শব্দকে নেতিবাচক করে দিতে পারে। আমি বুঝি না বাংলাদেশের কনসার্টে বাঙালি কণ্ঠশিল্পীদের হিন্দি গান গাইতে হবে কেন? হিন্দি গান শোনার জন্য তো হিন্দি চ্যানেলই রয়েছে।

মকবুল আহমেদ
গেণ্ডারিয়া, ঢাকা

সৃজনশীলতা ও এপিজে আবদুল কালাম

সম্প্রতি আবারো বাংলাদেশে এসেছিলেন ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি বিজ্ঞানী এপিজে আবদুল কালাম। এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন পরিবার ও স্কুলই মানুষের সৃজনশীলতার প্রধান জায়গা। তার এই বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার মতো সফল ও জনপ্রিয় মানুষ যখন এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন তরুণ সমাজে তার প্রভাব পড়ে বৈকি। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এ বক্তব্য আরো বেশি প্রণিধানযোগ্য। ভোগবাদী রাজনীতি ও ভঙ্গুর শাসনব্যবস্থার কারণে আমাদের সমাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, পরিবার ও শিক্ষাঙ্গন ধ্বংসের পথে। ফলে সৃজনশীলতা নির্বাসিত।

নিবারণ চক্রবর্তী
বাসাবো, ঢাকা

আরেকবার সুযোগ দেয়া উচিত

শিক্ষার্থীরা এখন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবে না। হুট করেই এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এমন সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার কর্তৃপক্ষের রয়েছে। কিন্তু অন্তত আরো একবার সুযোগটি রাখা উচিত ছিল। কারণ এবার যারা পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হয়েছেন তারা যদি জানত আগামী বছর আর পরীক্ষা দেয়া যাবে না তাহলে হয়তো তাদের প্রস্তুতি আরো ভালো হতো। যারা এবার অকৃতকার্য হয়েছে অন্তত তারা আরেকটা সুযোগ পাওয়ার দাবিদার বলে আমি মনে করি।

বুলবুল সরকার
সাভার, ঢাকা

ইতিহাসের প্রাণপুরুষ

ভাষাসৈনিক আবদুল মতিনের মৃত্যু-শোকের রেশ কাটতে না কাটতেই বিদায় নিলেন জাতীয় অধ্যাপক, ইতিহাসবিদ সালাহউদ্দীন আহমেদ। তার জন্ম ১৯২২ সালে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯১ সালে এই ভাষাসৈনিককে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়। 'সোশ্যাল আইডিয়াস অ্যান্ড সোশ্যাল চেঞ্জ ইন বেঙ্গল ১৮১৮-১৮৩৫', 'বাংলাদেশ : ট্র্যাডিশনাল অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন', 'বাংলাদেশের জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ' ইত্যাদি তার অমূল্য গ্রন্থ। বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে সালাহউদ্দীন আহমেদ নামটি জড়িয়ে থাকবে।

সোলাইমান সরকার
উত্তরা, ঢাকা

বাংলাদেশি ক্রীতদাস থাইল্যান্ডে

হঠাৎ করেই খবরটি এলো। থাইল্যান্ডের গহিন অরণ্য থেকে ৮৯ বাংলাদেশি ক্রীতদাসকে উদ্ধারের দাবি করেছে দেশটির সরকার। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে উদ্ধারকৃতদের ছবি ও ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে। জানানো হয়েছে, ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রির উদ্দেশ্যেই তাদের থাইল্যান্ডে নেয়া হয়েছিল। বিবিসি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তবে উদ্ধারকৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেই। তারা জানিয়েছে, বনের মধ্যে ১০ দিন পাতা খেয়ে বেঁচে ছিলেন হতভাগ্যরা। এ বিষয়ে আমাদের সরকারের ত্বরিত পদক্ষেপ দেখতে চাই।

শামসুল হক
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ক্ষুদ্রঋণ এক কারেন্ট জাল

আমি মনে করি না ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব। আমার নিজস্ব বিশ্লেষণ অন্তত তা-ই বলে। ক্ষুদ্রঋণ আমার কাছে কারেন্ট জালের মতো। সহজে দেখা যায় না। ক্ষুদ্রঋণ একটি অভ্যাস। যারা এই ঋণ গ্রহণ করেন, তারা এই ঋণের ওপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তাদের চিন্তা-স্বপ্নও সীমাবদ্ধ হয়ে যায় বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশে বহু বছর ধরে বহু প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করে আসছে। কিন্তু এর অবদান উল্লেখ করার মতো নয়। যেখানে অন্য অনেক সেক্টরের উদ্যোগ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে, সেখানে ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকা নগণ্য।

জামিল আহম্মেদ সরদার
শিবপুর, নরসিংদী

আয় অঢেল, দায় কই?

বিদেশি খেলোয়াড়রা অর্জিত আয় থেকে যতটা মানবিক সেবামূলক তহবিলে দান করেন, আমাদের জাতীয় খেলোয়াড়রা ততটা করেন বলে মনে হয় না। বিদেশি তারকা খেলোয়াড়রাও বিজ্ঞাপন করেন, বিভিন্ন পণ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হন, পাশাপাশি তারা অর্জিত অর্থের একটি বড় অংশ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করেন। এমন উদাহরণ ভূরি ভূরি– শচীন টেন্ডুলকার, রোনালদো, স্টিভ ওয়াহ এবং আরো অনেকে। বিশ্বখ্যাত গলফার টাইগার উডসের নামে বড় একটি দাতব্য সংস্থাই রয়েছে। বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের আয় করতে দেখি, কিন্তু সমাজের প্রতি তাদের দায় কই? সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকলে উদার মানসিকতা তৈরি হয়।

সাব্বির রায়হান
গুলিস্তান, ঢাকা

অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক

অধ্যাপক পিয়াস করিমকে নিয়ে নোংরা রাজনীতি হলো। একদল বলছে, মৃতদেহ শহীদ মিনারে নেয়া হবে, আরেকদল বলছে নেয়া যাবে না। শেষমেশ নেয়া হয়নি। তার দাফনের মাধ্যমে এই বিতর্কের অবসান হয়েছে। পিয়াস করিমের পরিবার থেকে অবশ্য বলা হয়েছে, তারা প্রথমে চাননি লাশ শহীদ মিনারে নেয়া হোক। পরে কিছু শুভাকাঙ্ক্ষীর প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে শহীদ মিনারে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। পিয়াস করিমকে শহীদ মিনারে নিয়ে যাওয়ার কথা তুললে বিতর্কের সৃষ্টি হবে তা অনেকটা জানা কথা। বিতর্ক তৈরি করতেই কি শহীদ মিনারে মরদেহ রাখার প্রস্তাব এসেছিল?

শামীম খন্দকার
টঙ্গী, গাজীপুর

জঙ্গি অর্থায়ন রোধে পদক্ষেপ নেই

সরকারের তরফ থেকে বারবার বলা হচ্ছে জঙ্গি অর্থায়ন বন্ধ করা হবে। কিন্তু কার্যকর কোনো পদক্ষেপ দেখছি না। বেশকিছু ব্যাংক ও এনজিওর বিরুদ্ধে জঙ্গিদের অর্থসাহায্য দেয়ার অভিযোগ রয়েছে; কিন্তু সেসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। কয়েকটি ব্যাংকের মাধ্যমে জঙ্গি অর্থায়নের কাজ হয়েছে এমন প্রমাণও মিলেছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। এসব বিষয়ে বিভিন্ন সময় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়, কিন্তু তদন্ত প্রতিবেদন আলোর মুখ দেখে না। কারণ অপরাধীদের ক্ষমতার সামনে সব পদক্ষেপ নতজানু হয়ে পড়ে।

আমীর মোড়ল
শ্যামপুর, ঢাকা

ইবোলা প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেই

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইবোলা ভাইরাস ইস্যুতে বিশ্বের সব দেশকে ৩ ভাগে ভাগ করেছে। বাংলাদেশ আছে তৃতীয় পর্যায়ের ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায়। অর্থাৎ সবচেয়ে কম ঝুঁকিতে আমরা। তবে এই তথ্যে সন্তুষ্ট হওয়ার কিছু নেই। আমাদের বিমান ও স্থলবন্দর উন্মুক্ত। আমাদের প্রস্তুতিও সন্তোষজনক নয়। আমরা মুখে বলছি এই করব, সেই করব। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে বলে মনে হয় না। আমরা হয়তো আক্রান্ত ব্যক্তির অপেক্ষায় আছি। যেদিন বাংলাদেশে ইবোলা আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত হবে, সেদিন আমরা জরুরি অবস্থা জারি করব। তার আগ পর্যন্ত কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমাতেই থাকব?

জয়নাল মোকাম্মেল
তেজগাঁও, ঢাকা

পাঠক ফোরামে লেখা ও ছবি পাঠানোর ঠিকানা
পাঠক ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০
ডেইলি স্টার সেন্টার, ৬৪-৬৫ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২১৫
ই-মেইল : info.shaptahik2000@gmail.com